`

Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত ও

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ ও**

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল, পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

রবিবার the ৩১ day of অক্টোবর , ২০২৩

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পন ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৫০২৩/২০১২ ও ১০৮৭/২০১২

১. সাধন চন্দ্র দত্ত

২. বিশ্বজিৎ সেন Plaintiff (s)/ Petitioner(s)

-Versus-

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পক্ষে

জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য Defendant (s)/ Opposite Parties

This suit/ case coming on for final hearing on ০৬/০৭/২০২০ খ্রিঃ; ১৯/০৮/২০২০ খ্রিঃ; ০৬/০৯/২০২০ খ্রিঃ; ১০/০৪/২০২২ খ্রিঃ; ২১/০৬/২০২৩ খ্রিঃ ২১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ ; ২১/০৯/২০২৩ খ্রিঃ ও ২৬/১০/২০২৩ খ্রিঃ ।

In presence of

জনাব টিপু কুমার নাথ

জনাব আশীষ কুমার চৌধুরী----------Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব শওকত আলী চৌধুরী, বিজ্ঞ ভি.পি কৌসুলি (জি.পি)

--------- Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৫০২৩/২০১২ এর বিগত ২৬/১০/২০২৩ ইং তারিখের আদেশ মতে সিদ্ধান্ত হয় যে উক্ত মামলাটি অত্রাদালতে বিচারাধীন অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ১০৮৭/২০১২ নম্বর মামলার সঙ্গে একত্রে (Analogous Trial) বিচার হবে।

ইহা দুইটি অর্পিত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় আনীত মামলার এনালোগাস রায় ।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ৫০২৩/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **উত্তর জোয়ারা** মৌজার 'ক' তফসিল সংক্রান্ত অর্পিত সম্পত্তির গেজেট তালিকায় ১৪৪ নং ক্রমিকে প্রকাশিত তফসিলোক্ত আর এস ৩১০ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন রমনী মোহন সেন ও সুখেন্দু বিকাশ সেন গং। উক্ত খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক সম্পত্তি তাহারা মৌরশী সূত্রে প্রাপ্ত হইয়া ভোগদখলকার থাকাবস্থায় সুখেন্দু বিকাশের প্রয়ানে উক্ত সম্পত্তি তৎ পুত্র স্বপন সেন প্রাপ্ত হয়। উক্ত স্বপন সেন ২৫/০৮/১৯৬৫ ইং তারিখে ভারতবাসী হবার কালে উক্ত সম্পত্তি দরখাস্তকারী বরাবর অর্পন করে যান। পরবর্তীতে দরখাস্তকারী ভি.পি কেস নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে ইজারা প্রাপ্ত হন। প্রকাশ থাকে যে গেজেটে বি এস দাগ খতিয়ান ভুল হয়েছে যাহার শুদ্ধ বি এস খতিয়ান নং ১৯৩৪ ও বি এস দাগ ৯৪৪৫ হয়। প্রার্থীক তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে সহ-অংশীদার ও লীজমূলে ভোগদখলকার বিধায় তফসিলোক্ত সম্পত্তি অবমুক্তি পাবার অধিকারী।

ট্রাইব্যুনাল মামলা নং ১০৮৭/২০১২ এর দরখাস্তকারী পক্ষের আরজির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে,

চট্টগ্রাম জেলার চন্দনাইশ থানাধীন **উত্তর জোয়ারা** মৌজাস্থ আর এস ৩০৮ নং খতিয়ানভুক্ত সম্পত্তির মালিক ছিলেন গুরুদাশ সেনের পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহন সেন, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র চন্দ্র, সুখেন্দু বিকাশ ও সুধাংশু বিমল। রমনী মোহন ও সুখেন্দু বিকাশ তাদের প্রাপ্তাংশ উইলমূলে বাদীগনের পূর্ববর্তী গোপাল সেন প্রকাশ নৃপতি সেন বরাবর অর্পণ করেন। গোপাল সেন প্রকাশ নৃপতি সেন মরনে প্রার্থীক বিশ্বজিৎ সেন ও অপর পুত্র রাজিব সেন ওয়ারীশ বিদ্যমান থাকে। তাহারা নালিশী সম্পত্তিতে বসতগৃহ নির্মানে ভোগদখলে আছে।

তফসিলোক্ত সম্পত্তির আর এস রেকর্ডীয় উপরস্থ জমিদার ছিলেন নগেন্দ্র কুমার রক্ষিত গং (নগেন্দ্র কুমার ও জিতেন্দ্র কুমার) এবং তাদের অধীনে শশী কুমার ও রমনী কুমার চাকরান স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলকার ছিলেন। শশীকুমার গং তাদের চাকরান স্বত্ব উপরিস্থ জমিদার বরাবর সারেন্ডার করিলে নগেন্দ্র কুমার রক্ষিত তফসিলোক্ত ভুমি ২৯/০৬/১৯৩৩ ইং তারিখে ১৫৮৮ নং রেজিষ্ট্রিকৃত পাট্টা মুলে উক্ত যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন, সুখেন্দু বিকাশ, সুধাংশু বিমল এবং গুরুদাস সেনের অপর পুত্র দেবেন্দ্র চন্দ্র সেন এর পুত্র শশাংক সেন ও অরুন চন্দ্র সেন বরাবর হস্তান্তর করেন। যোগেন্দ্র চন্দ্র সেন সকলের পক্ষে উক্ত পাট্টা দলিল গ্রহন করেন। সুখেন্দু বিকাশ সেন তৎ স্বত্ব উইলমূলে গোপাল প্রকাশ নৃপতি সেন বরাবর অর্পণ করিলে গোপাল সেন

প্রবেট প্রাপ্ত হয়ে তফসিলোক্ত সম্পত্তিতে ভোগদখলে নিয়ত থাকেন। সুধাংশু বিকাশ সেন সুখেন্দু বিকাশ সেন এর পুত্র নীহার মল্লিক, দেবেন্দ্র চন্দ্র এর পুত্র স্বপন কুমার , শশাংক মোহন ও অরুন বিকাশ সেন সকলে ভারতবাসী হলে তাদের স্বত্বীয় ভুমি গুরুদাস সেনের অপর পুত্র প্রসন্ন কুমার ভোগদখলে নিয়ত থাকেন।

প্রসন্ন কুমার মরনে ০৫ পুত্র যথা প্রার্থীকের পিতা গোপাল প্রকাশ নৃপতি, ভুপতি, বিভুতি, বিমল ও সুবতি ওয়ারীশ থাকে। গোপাল মরনে প্রার্থীক ও অপর পুত্র রাজীব সেন ওয়ারীশ থাকে। তফসিলোক্ত ভুমি প্রার্থীক বরাবর প্রত্যর্পণ হলে গুরুদাস সেনের অপরাপর ওয়ারীশ বা প্রার্থীকের ভ্রাতা রাজীব সেনের কোন আপত্তি নেই। নালিশী সম্পত্তি প্রার্থীকগনের অজ্ঞাতে জনৈক সাধন চন্দ্র দে ভি.পি কেস নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে ইজারা গ্রহন করেন। ইজারা গ্রহীতা সাধন চন্দ্র দে প্রার্থীকের কোন আত্বীয় নন এবং খতিয়ানের অংশীদারও নন।

প্রার্থীকপক্ষের মামলার আরো বক্তব্য হলো, প্রকাশিত গেজেটে ৩১০ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯০ নং দাগের সামিল বি এস ৫২০ নং খতিয়ানের বি এস ১৬৪৪ নং দাগ উল্লেখ থাকলেও প্রকৃতপক্ষে উক্ত আর এস দাগের সামিল বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৪৫ নং দাগ হয় এবং উক্ত আর এস ও বি এস দাগাদিতে জমির পরিমান ৪৮ শতক। প্রার্থীক মৌরশী ও ওয়ারীশ হিসাবে নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান বিধায় উক্ত সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনায় অত্র মামলা আনয়ন করেন।

৫০২৩/২০১২ নং মামলায় ১-৫ নং প্রতিপক্ষ/সরকার বিবাদী লিখিত আপত্তি দাখিলপূর্বক মোকদ্দমায় প্রতিযোগিতা করেন। সরকার প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে, নালিশী তফসিলোক্ত ৮ শতক ভূমির আর.এস রেকর্ডি মালিক ও তার ওয়ারীশগণ ১৯৬৫ সনে পাক-ভারত যুদ্ধকালে দেশ ত্যাগ করে ভারতবাসী হয় ও এদেশে ফিরে না আসায় তা অর্পিত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়। তপসিলোক্ত ভূমি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ১৪৪ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে তফসিলোক্ত ভুমি জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

১০৮৭/২০১২ নং মামলায় সরকার প্রতিপক্ষের মূল বক্তব্য এই যে, তপসিলোক্ত ৩৮ শতক ভূমির মূল মালিকগণ ভারতবাসী হলে তাদের উক্ত সম্পত্তি চন্দনাইশ থানার ক তালিকার গেজেটের ১৫৫ নং ক্রমিকে অন্তর্ভূক্ত হয়। সরকার ভিপি মামলা নং ৬২/৭৮-৭৯ মূলে তফসিলোক্ত ভুমি জনৈক ব্যাক্তিকে একসনা লীজ প্রদান করে। ইজারাদার নালিশী ভুমিতে সরকার কে সন সন খাজনাদি পরিশোধে সরকারের মালিকানা ও

স্বত্ব দখল স্বীকারে ভোগ দখলে আছে। নালিশী সম্পত্তি সরকারী সম্পত্তি। নালিশী ভূমিতে প্রার্থীদের কোন স্বত্ব-স্বার্থ নাই এবং প্রার্থীগণ নালিশী ভূমি অবমুক্তির প্রতিকার পেতে পারে না।

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিন্মলিখিত বিষয় বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-৫০২৩/২০১২)**

১। প্রার্থীক তাহাদের প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

বিচার্য বিষয় ঃ **(ট্রাইবুন্যাল মামলা নং-১০৮৭/২০১২)**

১। প্রার্থীক তাহার প্রার্থনা মতে তপশীলোক্ত ভূমি অবমুক্তির আদেশ পেতে অধিকারী কিনা ?

সাক্ষ্য উপস্থাপন (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫০২৩/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **সাধন চন্দ্র দত্ত (Pt.W.1)** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। গেজেটের কপি	প্রদর্শনী -১
২। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী ২
৩। ওয়ারীশ সনদপত্র	প্রদর্শনী ৩
৪। ডি সি আর মূলকপি	প্রদর্শনী-৪
৫। আর এস ৩১০ নং খতিয়ান	প্রদর্শনী-৫
৬। লীজ এগ্রিমেন্টর মূল কপি	প্রদর্শনী-৬
৭। ১৬৩/৭৯-৮০ নং মামলার সি.সি	প্রদর্শনী-৭
৮। বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী- ৮

সাক্ষ্য উপস্থাপন ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১০৮৭/২০১২)

প্রার্থীপক্ষ তাহার মামলা প্রমানের জন্য ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী যথা **বিশ্বজিৎ সেন (Pt.W.1),** কে উপস্থাপন করেন। **Pt.W.1** কর্তৃক দাখিলী নিন্মবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর এস **৩০৮ নং** খতিয়ানের সিসি এবং	প্রদর্শনী -১
২। বি এস ১৫৫৪ নং খতিয়ানের সি.সি	প্রদর্শনী ২
৩। ১১/০৯/১৯৮৩ ইং তারিখের উইলের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী ৩

৪। ১১/০৯/১৯৮৩ ইং তারিখের প্রবেটের সি.সি	প্রদর্শনী-৪
৫। আর এস বি এস দাগের মিলামিল সংবাদেন স্লিপ	প্রদর্শনী-৫
৬। ১৯/০৬/১৯৩৩ ইং তারিখের পাট্টা দলিলের সি সি	প্রদর্শনী-৬
৭। ১৯/০৬/১৯৩৩ ইং তারিখের কবুলিয়তের জাবেদা নকল	প্রদর্শনী-৭
৮। উত্তরাধিকার সনদপত্র	প্রদর্শনী-৮
৯। জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি	প্রদর্শনী-৯
১০। গেজেটের ফটোকপি	প্রদর্শনী-১০

অন্যদিকে, ১০৮৭/২০১২ ও ৫০২৩/২০১২ নং মামলায় সরকার প্রতিপক্ষ ০১ (এক) জন মৌখিক সাক্ষী রঞ্জন কুমার দেব (Op.W.1) কে পরীক্ষা করেছেন এবং যে দালিলিক প্রমান দাখিল করেন তাহা প্রদর্শনী-ক ক্রমিক হিসাবে চিহ্নিত হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫০২৩/২০১২)

১০৮৭/২০১২ মামলায় প্রার্থীকপক্ষের দাখিলীয় সংবাদের কপি প্রদর্শনী- ৫ পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয় আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস দাগ ৯৪৪৫ যাহা বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানভুক্ত হয়। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে গেজেটে (প্রদর্শনী-১) বি এস খতিয়ান ৫২০ এবং দাগ ১৬৪৪ লিপি ভুল হয়েছে। বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের সি সি প্রদর্শনী-৮ পর্যালোচনা দেখা যায় উক্ত আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস ৯৪৪৫ দাগের ৪৮ শতক ভুমি প্রসন্ন কুমার সেন এর পুত্রগনের নামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত হয়েছে। বি এস খতিয়ানের কেউ ভারতবাসী হয়েছেন এমনটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু দাখিলীয় গেজেট প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, গেজেটের ১৪৪ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ৩১০ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং -১৬৩/৭৯-৮০ মূলে ২৪/১০/১৯৭৯ ইং তারিখে অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি শ্রেনীভুক্ত করা হয় যাহার মালিক ছিল সুকেন্দু বিকাশ সেনের পুত্র স্বপন কুমার সেন। বি এস খতিয়ান দৃষ্টে কেউ ভারতবাসী না হওয়া স্বত্বেও বি এস ৯৪৪৫ দাগের সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়।

সাধন চন্দ্র দত্ত Pt.W.1 দাখিলকৃত আর এস ৩১০ নং খতিয়ান (প্রদর্শনী-১) হতে দেখা যায়, আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৪৮ শতক ভুমির মালিক ছিলেন গুরুদাশ সেনের ৫ পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহন, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র চন্দ্র, সুকেন্দু বিকাশ ও সুধাংশু বিমল। গেজেটের ফটোকপি প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায় উক্ত আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভুমি অর্পিত হয় এবং যাহার মালিক দেখানো হয় সুখেন্দু বিকাশ সেনের পুত্র স্বপন কুমার সেন কে। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে, সুখেন্দু বিকাশ সেন মৌরশীসূত্রে উক্ত ৮ শতক ভুমি দখলে থাকাবস্থায় মরনে তৎপুত্র স্বপন সেন মালিক হয় এবং ১৯৬৫ ইং সনে উক্ত স্বপন সেন উক্ত ৮ শতক ভুমি দরখাস্তকারী কে অর্পণ ভারতবাসী হন। দাখিলী লিজ এগ্রিমেন্টের কপি প্রদর্শনী-৬(ক)

ও ৬(খ) হতে প্রতীয়মান হয় প্রার্থীক ০৮/০৫/১৯৮০ ইং তারিখে উক্ত ৮ শতক ভূমি ইজারা লাভ করেন। **Pt.W.1** এর জেরায় স্বীকৃতমতে তিনি লিজ সূত্রে নালিশী সম্পত্তিতে দখলে আছেন। যেহেতু প্রার্থীক তফসিলোক্ত ভূমিতে লীজসূত্রে দাবিদার, সেহেতু প্রার্থীক *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন ২০০১ *এর ২(ড)* ধারায় বর্ণিতমতে অবমুক্তি পাবার উপযুক্ত মালিক শ্রেনীভূক্ত নন। সুতরাং তফসিলোক্ত ভূমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সার্বিক বিবেচনায় অত্র বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ (ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ১০৮৭/২০১২)

প্রার্থীপক্ষে বিশ্বজিৎ সেন (Pt.W.1) এবং **সরকার প্রতিপক্ষে রঞ্জন কুমার দেব (Op.W.1)** জবানবন্দি প্রদান করত যথাক্রমে দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তিতে উল্লেখিত বক্তব্যকে অনুসমর্থন করেছেন। উভয় পক্ষের দরখাস্ত ও লিখিত আপত্তি, সাক্ষীগনের বক্তব্য ও উপস্থাপিত দালিলপত্র ইত্যাদি পর্যালোচনা করলাম। অত্র মামলায় প্রার্থীক তফসিলোক্ত আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের বি এস ৯৪৪৫ নং দাগের ৮ শতক সম্পত্তি অবমুক্তির প্রার্থনা করেছেন। অত্র মামলার প্রার্থীক তাহার তফসিলে বি এস দাগ খতিয়ান ভুল উল্লেখ করেছেন। সংবাদের নকল **প্রদর্শনী- ৫** পর্যালোচনায় পাই যে, আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস দাগ ৯৪৪৫ যাহা বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানভূক্ত হয়। স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে গেজেটে (প্রদর্শনী-১) বি এস খতিয়ান ৫২০ এবং দাগ ১৬৪৪ লিপি ভুল হয়েছে।

প্রার্থীকপক্ষ আর এস ৩১০ খতিয়ান দাখিল না করলেও ৫০২৩/২০১২ নং মামলায় দাখিলী আর এস খতিয়ান **প্রদর্শনী-৫** হতে দেখা যায়, আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৪৮ শতক বাড়ী রকম ভূমির মূল মালিক ছিলেন গুরুদাশ সেনের ৫ পুত্র প্রসন্ন কুমার, রমনী মোহন, যোগেন্দ্র চন্দ্র, দেবেন্দ্র চন্দ্র, সুকেন্দু বিকাশ ও সুধাংশু বিমল। প্রার্থীকপক্ষের দাবিমতে আর এস রেকর্ডী রমনী মোহন সেন তাহার প্রাপ্তাংশীয় ভূমি ১৬/০৬/১৯৪৯ ইং তারিখে ভ্রাতা প্রসন্ন কুমার সেন এর পুত্র নৃপতি রঞ্জন সেন বরাবর উইলমূলে অর্পণ করেন। প্রার্থীপক্ষের দাখিলকৃত উইলপত্রের কপি প্রদ-৪ পর্যালোচনায় উক্ত হস্তান্তরের সত্যতা পাওয়া যায়। প্রদর্শনী-৪ হতে দেখা যায়, আর এস ৩১০ খতিয়ানের ৫৯৯৫ নং দাগের ৮ শতক ভূমি উইলের অন্তর্ভূক্ত ছিল। আবার প্রবেটের কপি প্রদর্শনী-৩ হতে প্রতীয়মান হয়, ১১/০৯/১৯৮৩ ইং তারিখে উইল গ্রহীতা নৃপতি রঞ্জন সেন উক্ত উইলের প্রবেট অর্জন করেন। সার্বিক পর্যালোচনায় আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভূমি নৃপতি রঞ্জন সেন প্রবেটমূলে প্রাপ্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। ৫০২৩/২০১২ নং মামলায় দাখিলী বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ানের সি.সি (প্রদর্শনী-৮) পর্যালোচনা দেখা যায়, উক্ত আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস ৯৪৪৫ দাগের ৪৮ শতক ভূমি প্রসন্ন কুমার সেন এর পুত্রগনের নামে শুদ্ধরুপে প্রচারিত আছে। বি এস খতিয়ান দৃষ্টে কেউ ভারতবাসী হয়েছেন এমনটি পাওয়া যায়নি। কিন্তু দাখিলীয় গেজেট প্রদর্শনী-১ হতে দেখা যায়, গেজেটের ১৪৪ নং ক্রমিকে প্রকাশিত আর এস ৩১০ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক সম্পত্তি ভি.পি মামলা নং -১৬৩/৭৯-৮০ মূলে ২৪/১০/১৯৭৯ ইং তারিখে অর্পিত

ও অনাবাসিক সম্পত্তি শ্রেনীভুক্ত করা হয় এবং মালিক হিসাবে সুকেন্দু বিকাশ সেনের পুত্র ভারতবাসী স্বপন কুমার সেন এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। বি এস খতিয়ান দৃষ্টে কেউ ভারতবাসী না হওয়া স্বত্বেও বি এস ৯৪৪৫ দাগের সম্পত্তি অর্পিত শ্রেনীভুক্ত হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়।

অত্র মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত প্রশ্ন জড়িত রয়েছে যা আগে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি। ইতোমধ্যে পেয়েছি যে, নালিশী আর এস ৫৯৯৫ দাগ সামিল বি এস ৯৪৪৫ দাগের সম্পত্তি প্রসন্ন কুমার এর পুত্রদের নামে রেকর্ড হলেও তর্কিত ভি.পি মামলা নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে তাদের উক্ত সম্পত্তি অর্পিত হয় এবং মালিক দেখানো হয় তাদের চাচাতো ভ্রাতা স্বপন কুমার সেন। প্রশ্ন হলো ১৯৭৯-৮০ ইং সনের দিকে কোন সম্পত্তি অর্পিত হিসাবে তালিকাভুক্ত করার কোন সুযোগ বা আইনগত ভিত্তি আছে কিনা ? এ বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ **Saju Hossain Vs Bangladesh reported in 58 DLR (AD) 177** মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ২৩/০৩/১৯৭৪ ইং তারিখের পর থেকে কোন সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করে কোন ভি.পি মামলা চালু হলে, তা হবে সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত। অত্র মামলায় দেখা যায় ভি.পি কেস নং ১৬৩/৭৯-৮০ মূলে ২৪/১০/১৯৭৯ ইং তারিখে তফসিলোক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। সুতরাং ইহা দিনের আলোর মত পরিস্কার যে, আর এস ৩১০ নং খতিয়ানের ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভুমি বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

অত্র মামলায় দাখিলীয় উত্তরাধিকার সনদপত্র প্রদর্শনী-৮ হতে দেখা যায়, প্রার্থীকের পিতামহ প্রসন্ন কুমার ও ভারতবাসী স্বপন কুমার এর পিতা সুকেন্দু বিকাশ সেন পরস্পর আপন ভ্রাতা। সে হিসাবে প্রার্থীক বিশ্বজিৎ সেন ভারতবাসী স্বপন কুমার সেন এর কাকাতো ভ্রাতার পুত্র হয়। সাক্ষ্য দৃষ্টে ভারতবাসী স্বপন কুমার সেন এর পিতা সুকেন্দু বিকাশ সেন হতে তফসিলোক্ত আর এস ৫৯৯৫ দাগের ৮ শতক ভুমি প্রার্থীকের পিতা নৃপতি রঞ্জনর সেন উইল ও প্রবেট মুলে প্রাপ্ত হন। প্রার্থীকের পিতা নৃপতি রঞ্জন সেন প্রকাশ গোপাল কৃষ্ণ সেন এর নামে বি এস ১৯৩৪ নং খতিয়ান হয়। উক্ত ৮ শতক ভুমি বর্তমানে সাধন চন্দ্র দত্ত এর নামে লিজ থাকলেও প্রার্থীকের পিতা উইলমূলে স্বত্ববান হওয়ায় প্রার্থীক *অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ* আইন *২০০১ এর ২(ড)* ধারায় বর্ণিতমতে অবমুক্তি পাবার উপযুক্ত মালিক শ্রেনীভুক্ত হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং তফসিলোক্ত ভুমি প্রার্থীক অবমুক্তি পাবার হকদার মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। সার্বিক বিবেচনায় অত্র বিচার্য বিষয় প্রার্থীকপক্ষের অনূকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

সার্বিক বিবেচনায় ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫০২৩/২০১২ এর বিচার্য বিষয় প্রার্থীকের প্রতিকুলে এবং ১০৮৭/২০১২ নং মামলার বিচার্য বিষয় প্রার্থীপক্ষের অনূকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক আছে।

অতএব,

আদেশ

হয় যে, অত্র ১০৮৭/২০১২ নং মামলা ১-৫ নং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফা সূত্রে বিনা খরচায় মঞ্জুর করা হল।

নালিশী দরখাস্ত বর্নিত তফসিলোক্ত আর এস ৩১০ খতিয়ানের আর এস ৫৯৯৫ দাগের সামিল বি এস ১৯৩৪ খতিয়ানের বি এস ৯৪৪৫ দাগের .০৮ একর বা ৮ শতক সম্পত্তি প্রার্থীকের বরাবরে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ এর বিধান মতে নির্দিস্ট সময়ের মধ্যে অবমুক্ত করে দেয়ার জন্য ১-৫ নং প্রতিপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

এছাড়া, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইবুন্যাল মামলা নং ৫০২৩/২০১২ দো-তরফাসূত্রে ১-৫ নং প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

১-৫ নং প্রতিপক্ষ কর্তৃক অত্র আদেশ কার্যকর করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অত্র আদেশের একটি অনুলিপি ১ নং প্রতিপক্ষ জেলা প্রশাসক, চট্টগ্রাম বরাবর প্রেরণ করা হোক।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত, ও
অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ অতিরিক্ত ট্রাইবুনাল
পটিয়া আদালত, চট্টগ্রাম।